53

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 JAN 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

তৃতীয় বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৯৯৪ সালের ডিগ্রী পাস পরীক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাহারা তৃতীয় বিভাগ পাইয়াছে তাহাদিগকে ১৯৯৫ সালে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আমার জানা মতে এমন কিছু ছাত্র-ছাত্রী আছে যাহারা এস,এস,সি ও এইচ এস, সিতে প্রথম বিভাগ বা উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষার সময়ের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ডিগ্রী পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ পাইয়াছে। পরীক্ষার সময়ে যদি কাহারো মা, বাবা বা ভাই মারা যায় বা নিজে অসুস্থ হইয়া পড়ে বা রাস্তাঘাট অবরোধের কারণে পরীক্ষার হলে বিলম্বে পৌঁছার দরুন হৃদকম্প লইয়া পরীক্ষায় বসিতে হয় তাহা হইলে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা আশানুরূপ না-ও হইতে পারে। এমতাবস্থায় তৃতীয় বিভাগ লইয়া আজীবন বেকারত্বের অভিশাপ বহন করিতে হইবে ইহা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। তাহাকে অন্ততঃ ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়ার সুযোগ তো দেওয়া উচিত।

পরীক্ষকদের পাল্লায় ওজন করিয়া নম্বর প্রদানের সুযোগ নাই। এক পরীক্ষকের হাতে একজন পরীক্ষার্থী যত নম্বর পায় অন্য পরীক্ষকের হাতে সেই পরীক্ষার্থীর পাঁচ/সাত নম্বর কম বা বেশী পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়—বিশেষতঃ কলা বিষয়ের ক্ষেত্রে। একই পরীক্ষকের হাতেও অনুরূপ কমবেশী হইতে পারে নানা কারণে। ৪৫০ নম্বর পাইয়া দ্বিতীয় বিভাগে গৌরব অর্জন করিতেছে অনেকে। অথচ ৪৪৯ নম্বর পাইয়া 'কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগের আবেদন করার প্রয়োজন নাই'—লিখিত চাকুরীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া মর্মান্তিক জ্বালায় বিধ্বস্ত হইতেছে আরো অনেকে। এই অবস্থায় নকল প্রবণতা ও পরীক্ষা ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক হাজারো দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে।

পরীক্ষার্থীদের নকল প্রবণতা দূর করার জন্য কত কিছুই তো করা হইল। বই-এর চাপ বাড়ানো হইল, অবজেকটিভ পদ্ধতি চালু হইল, কঠিন কঠিন ফরমান জারি হইল। কিন্তু নকল প্রবণতা তো কমিল না বরং বাড়িল। বোকারা ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করিল এবং চালাক ও বাহুশক্তিতে বলীয়ানরা সনদ বানাইয়া লইয়া 'সততা যে বোকামী' তাহাও সপ্রমাণ করিল। বিজ্ঞজন স্বীকার করিবেন যে, নকল প্রবণতার জন্য ছাত্র-ছাত্রী দায়ী নয়। ইহার জন্য দায়ী সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয় মূল্যবোধের অভাব, শিক্ষা ক্ষেত্রেও আর্থিক বৈষম্য এবং পরিচালকবৃন্দের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতা।

তাই চাকুরীতে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বা উচ্চস্তরে কর্মরত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই কোন না কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ আছে। তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তরা যদি চাকুরীর আবেদন না-ই করিতে পারে; তবে তাহাদের করার মত একটা ক্ষেত্রও তো নির্ধারণ করা উচিত। সুচিন্তিত আদেশ-নির্দেশ ও পরিচালন ব্যবস্থা না থাকিলে হাজারো আইন ও ফরমানে লাভের লাভ কিছু হইবে না, বরং দেশ ও জাতি অনাচারের দংশনে বিধ্বস্ত হইবে।

—হিরন্ময় চক্রবর্তী, সীতাকুণ্ড ডিগ্রী কলেজ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।